كِتَابُ الطَّهَارَة

PART : 1-2

Topic: Rulings of Ablotion

Speaker: Ariful Islam

كتاب الطهارة

Topic: Purification كتاب الطهارة: Introduction To Purification and Kind Of Purification

Topic: Purification كتاب الطهارة: Ruling Regarding Waters

Topic: Purification كتاب الطهارة: Etiquettes Of Toilets.

Topic: Purification كتاب الطهارة: Rules Of Nasajat

Topic: Purification كتاب الطهارة: Rules Of Ablotion.

Topic: Purification: كتاب الطهارة : Rules Of Washing

Topic: Purification كتاب الطهارة: Rules Of Tayammum

Topic:Purification كتاب الطهارة : Rules Of Menstruation, NIFAS & ISTIHAJA

TABLE OF CONTENTS

অযু'র সংজ্ঞা

অযু শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত

অযুর রুকন (ফরয) সুন্নাত এবং মুস্তাহাব

অযুর প্রকারভেদ

অযুর মাকরূহ এবং অযু ভঙ্গের কারণ

1

অযু'র সংজ্ঞা

ইসলামী পরিভাষায় অযু বলা হয়: পানির মাধ্যমে মুখমন্ডল, দু হাত ও দু'পা ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা।

ধৌত করার সংজ্ঞা ----------غَسْلُ الْوَجْهِ الْغُسْلُ: هُوَ الْإِسَالَةُ

ধৌত: পানি প্রবাহিত করাকে বলে। কোন অঙ্গকে ধৌত করার অর্থ হচ্ছে, ঐ অঙ্গের প্রতিটি অংশে কমপক্ষে দু ফোঁটা পানি প্রবাহিত করা। শুধুমাত্র ভিজে যাওয়া, পানিকে তেলের মত মালিশ করা অথবা এক ফোঁটা পানি প্রবাহিত করাকে "ধৌত করা" বলেনা।

2

অযু শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত

অযু শুদ্ধ হওয়ার পুর্বশর্ত

- অযুতে নির্দিষ্ট সবগুলি অঙ্গগুলিতে পানি পৌছা।
- পানি পৌছতে প্রতিবন্ধকতা সস্টি করে এমন কিছু অঙ্গসমুহে না থাকা
- অযু বাতিল হয়ে যায় যেসব কারণে তার কোনটি না থাকা

ক. অযুর রুকন (ফরয)

অযুর ফরয: [১]মুখমন্ডল ধৌত করা:

মুখমন্ডলের পরিসীমা: মাথার অগ্রভাগের চুলের গোড়া থেকে চিবুক এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত।

exception: 1. washing Inside the eye 2. Bottom of moustache

[২]হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করা – **الثَّانِي غَسْلُ الْيَدَيْنِ**

অতিরিক্ত আঙ্গুল ধৌত করা। # আর্টিফিশাল হাত # নখ লম্বা হলে নখের নিচে পানি পৌছানো # আংটি নিচের চামড়া পর্যন্ত = ফরযের অন্তর্ভুক্ত

[৩]মাথা মাছেহ করা- مَسْحُ الرَّأْسِ: চার ভাগের এক ভাগ। # কমপক্ষে তিন আঙ্গুল ব¨বহার করা। # মাথার উপরের সীমানার চূলের উপর মাসাহ করা # মাসাহ এর বদলে মাথায় পানি ঢেলে দিলে মাকরুহের সাথে মাসাহ আদায়। # মাথায় মেহেদী বা কলফের রংয়ের সাথে পানি মিশলে তা সাধারণ পানি এর যোগ¨তা হারিয়ে বসবে এবং মাসাহ আদায় হবে না।

[৪]পদযুগল গিটসহ ধৌত করা- غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ

হাত-পা কর্তিত বা না থাকলে এই বিধান রহিত। # অযুর অঙ্গসমূহ তৈলাক্ততার ফলে পানিকে একসেপ্ট না করলেও জায়েয। # এক্সিডেন্টের ফলে অঙ্গ বিদীর্ণ হলে সম্ভব হলে পানি প্রবাহিত করা, অন¨থায় মাসাহ তাতেও অপারগ হলে হুকুম রহিত।

বি.দ্রঃ নাকে-এবং মুখে কুলি করত; পানিতে নেমে গোসল বা পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করলে অযু হয়ে যাবে।

খ. অযুর সুন্নাত

অযুর সুন্নাত

- কিছু সুন্নাত অযুর পূর্বে
- ২. কিছু অযুর মধ্যে
- ৩. কিছু অযুর পরে

অযুর পূর্বে

১. ইস্তেন্জা সম্পন্ন করা
২. বিসমিল্লাহ বলা
৩. মিসওয়াক করা
৪. অযুর নিয়ত করা

অযুর মধ্যে

১. কব্জি পর্যন্ত হাত ধৌত করা
২. কুলি করা (ডান হাত দিয়ে)
৩. নাকে পানি দেওয়া (বাম হাত নামে প্রবেশ করানো)
৪. নাক ঝেড়ে ফেলা।
৫. দাড়ি-হাত-পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা---------- خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ لَا يَتَخَلَّلْهَا اللَّهُ بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
৬. পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা (নতুন পানি দ্বার হাত ভিজিয়ে)
৭. কান মাসাহ করা (উভয় কান একসাথে, নতুন পানি সহকারে)
৮. প্রতে¨ক অঙ্গ তিন বার করে ধৌত করা।---------- تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ
৯. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা
১০. কন্টিনিউয়াস ভাবে করা। দীর্ঘ পরিমাণ পোজ থেকে বিরত থাকা।

অযুর পরের সুন্নাত > মুস্তাহাব

- **অযু শেষ করে কালিমা শাহাদাত একবার পড়তে হবে,**

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণঃ আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্'দাহু লা শারিকা-লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহা'ম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসুলুহু।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযু করবে এবং কালিমা শাহাদাত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে"। (মুসলিম ১/২০৯, মিশকাতঃ ২৮৯।)
কালেমা শাহাদাত পড়ার সময় আকাশের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই, এ সম্পর্কিত হাদীস মুনকার বা যঈফ। [শায়খ আলবানী, ইরোয়াউল গালীল ১/১৩৫]

এছাড়া আরো একটি দুয়া পড়া যায়, যেমন –

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাজ আ'লনী মিনাত তাওয়্যাবীনা ওয়াজ আ'লনী মিনাল মুতা-ত্বাহহিরীন। তিরমিযী ১/৭৯

- **অজু করার পর অজুর অঙ্গগুলো শুকানোর পূর্বেই দুই রাকাত নামাজ পড়া মোস্তাহাব। ইসলামী পরিভাষায় এই নামাজকে "তাহিয়্যাতুল অজু" বলে।**

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ – رضي الله عنه – دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . وروى البخاري (160) ومسلم (226)

উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রাঃ) অজুর পানি চাইলেন। এরপর তিনি অজু করতে আরম্ভ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), তিনি [উসমান (রাঃ)] তিনবার তাঁর হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এরপর তিনবার তার মুখমন্ডল ধুইলেন। এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। অতঃপর বাম হাত অনুরুপভাবে ধুইলেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ করলেন। এরপর তার ডান পা টাখনু পর্যন্ত ধুইলেন এরপর বাম পা অনুরুপভাবে ধুইলেন।
এরপর তিনি বললেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ অজু করার ন্যায় অজু করতে দেখেছি। এবং অজুর শেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যাক্তি আমার এ অজুর ন্যায় অজু করবে এবং দাঁড়িয়ে এরুপে দু-রাকআত নামাজ আদায় করবে যে, সে সময়ে মনে মনে অন্য কোন কিছু কল্পনা করেনি, সে ব্যাক্তির পুর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৬০, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২২৬)

অযুর মুস্তাহাব

➢ গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব। তবে গলা মাসেহ করা বিদআত।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হযরত ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করে এবং উভয় হাত দিয়ে গর্দান মাসাহ করে, তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন [আযাবের] বেড়ি থেকে বাঁচানো হবে।

ইমাম আবুল হাসান ফারেছ রহঃ বলেছেনঃ

وَقَالَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

ইনশাআল্লাহ হাদীসটি সহীহ। [তালখীসুল হাবীর-১/৯৩, দারুল কুতুব প্রকাশনী-১/২৮৮,মুআসসা কুরতুবিয়্যাহ প্রকাশনী-১/১৬৩]

তবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন "এটি নিতান্ত দূর্বল; যে এটি দিয়ে প্রমান পেশ করা সহীহ নয়

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ বলেন-বর্ণনাটি সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, যদিও তা একজন তাবেয়ীর কথা হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস গণ্য হবে। কেননা, তিনি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এমন সংবাদ দেওয়া সম্ভব নয়। {আত তালখীসুল হাবীর-১/৯২, হাদীস নং-৯৭}

২

عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ "

হযরত ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি যখনি মাথা মাসাহ করতেন, তখন মাথা মাসাহের সাথে গর্দানও মাসাহ করতেন। [সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-২৭৯]

৩

عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا، وَأَمَرَّ حَفْصٌ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّمَسَحَ قَفَاهُ

হযরত তালহা তিনি তার পিতা, তিনি তার দাদারসূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি অজু করছেন। তখন তিনি এভাবে মাথা মাসাহ করেছেন। উভয় হাতকে জমা করে পাস কাটিয়ে তা দিয়ে গর্দান মাসাহ করতেন। [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-১৫০]

অযুর প্রকার

১. ফরয	২. ওয়াজিব	৩. মুস্তাহাব	৪. মাকরূহ

১. সকল প্রকার নামায পড়া **২. জানাযার সালতের জন্য ৩.** কোরআন শরীফ touch জন্য ৪. সেজদায়ে তেলাওয়াতের জন্য অজু করা ফরজ।

২. কাবা শরীফ তওয়াফ করার জন্য অযু করা ওয়াজিব।

৩. সিলেবাসের বইয়ে দেখুন । কিতাবুত তাহারাত / পৃষ্ঠা ৭০

৪. অযু করে কোন ইবাদত না করে সেই অযু থাকা অবস্থায় নতুন অযু করা মাকরূহ।

অযু ভঙ্গের কারণ

মৌলিকভাবে অযু ভঙ্গের কারণ ৭টি। যথা-

১. পায়খানা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া । যেমন বায়ু, পেশাব পায়খানা, পোকা ইত্যাদি। [হেদায়া-১/৭]

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ [٥ : ٦]

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : " الْوُضُوءُ مِمّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمّا دَخَلَ

হযরত আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, শরীর থেকে যা কিছু বের হয় এ কারণে অযু ভেঙ্গে যায়, প্রবেশের দ্বারা ভঙ্গ হয় না। [সুনানে কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-৫৬৮]

২. রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।[হেদায়া-১/১০]

أَنّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ فَتَوَضّأَ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর যখন নাক দিয়ে রক্ত ঝড়তো, তখন তিনি ফিরে গিয়ে অযু করে নিতেন। [মুয়াত্তা মালিক-১১০]

৩. মুখ ভরে বমি করা।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضّأْ

হযরত আয়শা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির বমি হয়, অথবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, বা মজি বের হয়, তাহলে ফিরে গিয়ে অযু করে নিবে। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১২২১]

৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।

عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ بَزَقَ فَرَأَى فِي بُزَاقِهِ دَمًا، أَنّهُ لَمْ يَرَ ذَلِكَ شَيْئًا حَتّى يَكُونَ دَمًا غَلِيظًا، يَعْنِي فِي الْبُزَاقِ

হাসান বসরী রহঃ বলেন, যে ব্যক্তি তার থুথুতে রক্ত দেখে তাহলে থুথুতে রক্ত প্রবল না হলে তার উপর অযু করা আবশ্যক হয় না। [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-১৩৩০]

৫. চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ، حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ، اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُه

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেজদা অবস্থায় ঘুমালে অযু ভঙ্গ হয় না, তবে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লে ভেঙ্গে যাবে, কেননা, চিৎ বা কাত হয়ে শুয়ে পড়লে শরীর ঢিলে হয়ে যায়। [ফলে বাতকর্ম হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে] {মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৩১৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২০২]

৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হলে।

عَنْ حَمَّادٍ قَال إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

হযরত হাম্মাদ রহঃ বলেন, যখন পাগল ব্যক্তি সুস্থ্য হয়, তখন নামাযের জন্য তার অযু করতে হবে। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-৪৯৩]

৭. নামাযে উচ্চস্বরে হাসি দিলে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَرْقَرَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ : إِذَا قَهْقَهَ الرَّجُلُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে উচ্চস্বরে হাসে, সে ব্যক্তি অযু ও নামায পুনরায় আদায় করবে। হযরত হাসান বিন কুতাইবা রহঃ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি উচ্চস্বরে হাসি দেয়, সে ব্যক্তি অযু ও নামায পুনরায় আদায় করবে। [সুনানে দারা কুতনী, হাদীস নং-৬১২]